মধ্যপ্রাচ্যে ড্রোন প্রতিরোধে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন ব্রিটেনের

সংগৃহীত ছবি

মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা জোরদার করতে ড্রোন ধ্বংসকারী আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে যুক্তরাজ্য। রয়্যাল এয়ার ফোর্সের টাইফুন যুদ্ধবিমানে যুক্ত করা হয়েছে অ্যাডভান্সড প্রিসিশন কিল ওয়েপন সিস্টেম (এপিকেডব্লিউএস)।

টিআরটি ওয়ার্ল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়, মাত্র কয়েক সপ্তাহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে প্রযুক্তিটি সরাসরি মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করা হয়েছে। ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তাদের মতে, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে সস্তা কিন্তু আক্রমণক্ষম ড্রোনের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় দ্রুত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচলিত আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের তুলনায় অনেক কম খরচে ড্রোন ধ্বংস করা সম্ভব হবে।

এপিকেডব্লিউএস প্রযুক্তিতে রাডার ও ইনফ্রারেড সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, যা খুব দ্রুত শত্রুপক্ষের ড্রোন শনাক্ত করে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রযুক্তি সাধারণ রকেটকে গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্রে রূপান্তর করে, ফলে একসঙ্গে একাধিক ড্রোন হামলা প্রতিহত করা সহজ হবে। গত এপ্রিল মাসে আরএএফের ৪১ টেস্ট অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন স্কোয়াড্রন সফলভাবে এর আকাশ পরীক্ষা সম্পন্ন করে।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ও শিল্পবিষয়ক মন্ত্রী লুক পোলার্ড বলেছেন, নতুন এই প্রযুক্তি বিমান বাহিনীর সক্ষমতা আরও বাড়াবে এবং কম ব্যয়ে অধিক সংখ্যক ড্রোন ভূপাতিত করতে সহায়তা করবে। তিনি জানান, টাইফুন যুদ্ধবিমান দীর্ঘদিন ধরে ন্যাটো জোটের আকাশ প্রতিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র দেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও বড় ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে সৌদি আরবে যুক্তরাজ্যের ‘স্কাই সাব্রে’ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বাহরাইনে ‘লাইটওয়েট মাল্টিরোল ক্ষেপণাস্ত্র’ মোতায়েন রয়েছে। একই সঙ্গে টাইফুন যুদ্ধবিমান বহর আধুনিক করতে ৮৬০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ সরকার। এই উন্নয়ন কার্যক্রম শেষ হলে যুদ্ধবিমানগুলো ২০৪০-এর দশক পর্যন্ত কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।